পরস্ত্রীকাতরতা

উম্মে মুসলিমা

ইউনিভার্সিটির একসময়ের তুখোড় ছাত্র ও তুমুল প্রেমিক বর্তমানে পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলেন 'যাই-ই বলো না কেন নিজের সন্তান আর পরের বউ, তা যেরকমই হোক না কেন-এর আকর্ষণ এ জীবনে শেষ হবার নয়'। আর এক ওস্তাদ বলেন 'নিজের স্ত্রীকে যদ্দিন না পরস্ত্রী ভাবতে পারবো তদ্দিন ওর প্রতি কোন টান আসবে না'।

ঘরে ফর্সা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী যার পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত রূপের অন্ত নেই, লীলায়িত ভঙ্গিতে বেনী দুলিয়ে স্বামীর পাশে ঘুরঘুর করেন। স্বামী খোলা জানালা দিয়ে সামনের বাসার বেলকনিতে দাঁড়ানো শ্যামলা রঙের একহারা গড়নের বউটির দিকে তাকিয়ে সুযোগ পেলেই দৃষ্টিধন্য করেন। ঐ শ্যাম শরীরখানা ঘিরেই যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এসে বাসা বেঁধেছে। আবার অন্যদিকে এই ফর্সা বউটির স্বামীর সহকর্মী-বন্ধুরা যে কোন ছুঁতোয় বেড়াতে এসে 'ভাবীর হাতের এককাপ চা না খেয়ে আর উঠছিনে' বলে আড়চোখে ঐ মরি মরি রূপসুধা পান করতে থাকেন। অনেকে আবার নিজের স্ত্রীকে বস্তাবন্দী করে নিয়ে পথ চলেন কিন্তু নিজের চোখ ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকে সুবেশা পরস্ত্রীর দেহের আনাচে কানাচে। নিজের স্ত্রীর হরিণ নয়নও কেমন কুঁতকুঁতে জানোয়ারের মতো লাগে। তবে আহ্! পড়শীর স্ত্রীর চোখ দুটো বেশ ছোট ছোট কিন্তু কী বাঙ্ময়! যেন ভাষার সমুদ্র! মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই 'ফেল' গল্পটি। যাকে পাওয়া যায় না তার সৌন্দর্যই অতুলনীয় ঃ

> ''তখন নলীনের বোধ হইল ইহার চোখের পলব তাহার চেয়েও আরো একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাশে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভার সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।''

আবার এই অসামান্যা সুন্দরী যখন নলীনের ঘরের বউ হয়ে তার নাগালের মধ্যে চলে এলো তখন যাকে হারালো তার জন্যে আবার সে কী মর্মপীড়া!

> ''আহা হাতছাড়া হইয়া গেল। এখন আর কোনমতেই উহাকে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আসলে উহাকেই দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছি!''

পরস্ত্রীকাতর পুরুষেরা হয়তো মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন, বলবেন -কেন, বিবাহিতা নারীরা কি আর পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন না? হন। তবে খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে উপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে স্বামীরাই তাদের স্ত্রীদের ব্যবহার করে থাকেন। যেখানে 'প্রণয় পাশা'র গ্রাম্য নারায়ণীদের অত্যাধুনিক 'রিনা' সেজে স্বামীর উচ্চাকাঙ্খার বলি হতে হয়। মেয়েদের কাছে এখনও স্বামী-সন্তান নিয়ে একটা সুখী গৃহকোণের কোন বিকল্প নেই। কেননা মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তার স্বামীর চেয়ে যে অনেক পুরুষ অনেক বেশি আকর্ষণীয়, বেশি যোগ্য, বেশি ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী তা যে তিনি জানেন না তা কিন্তু নয়। সেসব পুরুষদের ডাকে সাড়া দেবার মতো যোগ্যতা যে অনেক নারীরই আছে এ-ও মিথ্যে নয়। কিন্তু নারীরা আসলে স্থায়ীত্বকে সম্মান করেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পারিপার্শিক মর্যাদায়, স্বজন-সন্তানদের ভালোবাসায় ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানোকেই তারা সবার উর্ধে স্থান দেন। ক্ষণকালিন মোহ বা ভালোলাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে (যা কেবল অস্থিরতা ও অস্থায়িত্বের পরিচয় বহন করে) আত্মমর্যাদাবান খুব কম নারীই এরকম অপরিনামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে প্রতিশোধপরায়নতা হয়তো কোন কোন নারীকে একটু আধটু বেপরওয়া করে তুলতেও পারে। আর অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারীর সংখ্যাও খুবই নগন্য। সমাজে এমন কয়েকজন আত্মাভিমানী মর্যাদাপূর্ণ নারীকে দেখেছি যারা স্বামীর দ্বিচারিতা মেনে নিতে না পেরে সম্পর্ক ত্যাগ করে একা একা জীবন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ-মধ্যপদস্থ-নিম্নপদস্থ, মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন অধিকাংশ পুরুষই পরস্ত্রীকাতরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন ন। এজন্যে তাদের নিজেদের স্ত্রীরাও যে অশান্তিতে থাকেন সে তো বলাই বাহুল্য। পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণে পরস্ত্রীর তো আসলে কোন দোষ নেই - 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। তার একটাই দোষ সে পরস্ত্রী।

সিকদার আমিনুল হকের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন -

> 'পরিচিতার গোসলের শব্দ ততো ভালো লাগে না। নিজেকে
> মনে হয় বাইরে থাকা বকলেশ-বদ্ধ কুকুর; একজনের ইচ্ছার
> কাছে বন্দি। কিন্তু যদি পরস্ত্রী হয়, ফর্সা গোলগাল স্বপ্নে দেখা
> বউটা হয় পাশের বাড়ির ------'

বাৎসায়নের কামসূত্রে 'পারদারিকাধিরণস্য' নামে একটি অধ্যায়ই রয়েছে যেখানে পরস্ত্রীকে কীভাবে অধিকার করা যায় তার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কেন এই পরস্ত্রীকাতরতা? এও কি একধরনের প্রেম না কেবলই মোহ? সেই কাঁচের দেয়ালের এধার ওধার থেকে দেখা? দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। অধ্যাপক আবদুলাহ আব সায়ীদের একটি অনবদ্য অসাধারণ রচনা 'প্রেম' প্রবন্ধটির একটি অংশে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -

'.. যার বিস্ময়ের সীমা আমরা খুঁজে পাই না, সেইতো আমাদের ভালোবাসা। যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনকে নতুন কিছু উপহার দেয়, অজানা জগতের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে, জোছনা রাতে আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় স্বর্গের কিনারায় কিনারায়, সেই মানুষের জন্যই তো আমাদের যত আকুলতা, হৃদয়ের যত রোদন। তার জন্যই তো রাধার মতো বর্ষণঢাকা পৃথিবীর পথে আমাদের অভিসার। .. .. এজন্য যাদের আমরা সহজে পেয়ে যাই তাদের ভালোবাসতে আমাদের অসুবিধা হয়। যাদের ভেতরটাকে আমরা দিঘির টলটলে পানির মতো অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারি, তাদের জন্য আমাদের প্রেম বেঁচে থাকে না। প্রেম হলো দূর্লভের সাধনা। তাদেরই আমরা চিরকাল ভালোবেসে যাই যারা আমাদের ভেতর একটা না পাওয়ার অনুভূতি, না বোঝার বিস্ময় জাগিয়ে রাখতে পারে। যারা চির অধরা, যারা 'পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে', যাদের মধ্যে রয়েছে এক রহস্যময়তার অন্ধকার, যে রহস্য কোনদিন জানা হবে না বলেই যার আকুতি আমাদের মধ্যে কোনদিন শেষ হবে না।'

এই পরস্ত্রীকাতরতার পেছনের কারণও বোধহয় সেই আদি অনন্ত বিস্ময়, রহস্যময়তা। কালোত্তীর্ণ সব শুদ্ধ শিল্পের মূলে যেমন রয়েছে রহস্যময়তা, তেমনি শুদ্ধ প্রেমও শিল্পেরই আকর। অচেনা আধোচেনা ('নাই চিনিলে আমায় তুমি রইবো আধেক চেনা'- নজরুল) অধরা মাধুরীই সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা - কাছে পাবার কাতরতা - পেয়েও হারাবার ভয় -প্রকারান্তরে প্রেমশিল্প। সাহিত্যিক সিমোন ওয়েল বলেন 'দূরত্বই সৌন্দর্যের প্রাণ'। কিন্তু তাই বলে সেই কৌতুকটার মতো ভেবে বসলে হিতে বিপরীত হতে পারে - 'বাসরঘরে প্রথম পা রেখেই স্বামী দেখতে পেলেন তার নবপরিণীতা শরীরে কোথাও একটি সুতো না রেখে মাথাটা পুরো হ্যাট দিয়ে ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। কৌতুহলী স্বামী এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নববধূ বললেন যে তার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মা তাকে কানে কানে শিখিয়ে দিয়েছেন যে স্বামীদের কাছে সবকিছু মেলে ধরতে হয় না, একটু রাখঢাক করা ভালো। তাই এ ব্যবস্থা।'

কিন্তু আসলেই নিজেকে পরিপূর্ণ নিবেদন করতে না পারলে কিসের প্রেম? সে প্রেম হয়তো জীবাত্মা-পরমাত্মার আধ্যাত্মিক একক প্রেমের উদাহরণ হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথও জানতেন এ বাস্তব জগতের মানব মানবীর সর্বনাশটা কখন হয়, যখন তারা বলে 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'। আবার যে তার সর্বস্ব উন্মোচন করে না তার প্রতি আকর্ষণ শেষ হয় না - 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' বলে ক্রমাগত তার পানে ছুটতে থাকে মন। নজরুলের চাওয়ার শেষ হয় না -'ওগো সুদূরিকা আজও কি হবে শেষ তোমারে চাওয়ার পালা'।

গ্রাম্যজীবনে নিরক্ষরদের মধ্যেও দেখা যায় স্ত্রীর সান্নিধ্য অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছালে তাকে তালাক দেবার পর যখন হিলা বিয়ের প্রহসনে নিজের স্ত্রী পরস্ত্রী হয়ে যায় তখন স্বামী তাকে পাবার জন্যে এর ওর হাতে পায়ে ধরে বেড়ান। এখানেও সেই পরস্ত্রীকাতরতা। আবার অন্যদিকে ছলে-বলে-কৌশলে যখন কোন পরস্ত্রীকে কেউ বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেন তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। আরে, আগে দূর থেকে যাকে দেখেছি এ তো সে নয়। হাসতে গিয়ে যে এর মাড়ি বিশ্রীভাবে বেরিয়ে যায় আগে তো লক্ষ্য করিনি। যার জন্যে এতো যুদ্ধ এতো অপবাদ তাকে দেখলে গা জ্বলে যাচ্ছে কেন? কারণ আর কিছুই নয়। রহস্যময়তার সমাপ্তি, আকর্ষণের বারোটা। তাই বোধহয় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর এক উপন্যাসে এরকম বলেছেন 'আনন্দকে কখনও বাঁধতে নেই। আনন্দকে বাঁধতে গেলেই স্থায়ীত্বের মোটা দড়ি গলায় দিয়ে সে মরে'। সেজন্যেই বোধহয় আন্দ্রে আগাসি আর ব্রুক শিল্ডের একযুগের প্রেম বিয়ে করার পরপরই কেমন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল।

নারীরাও শিক্ষিত, স্বাধীন, স্বনির্ভর ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। তাদের পছন্দ-অপছন্দের গণ্ডি প্রসারিত হচ্ছে। ঘরের চৌহদ্দি থেকে কাজের ক্ষেত্র এবং সেইসাথে পরিচিতির পরিমণ্ডল বাড়ছে। নিজের স্ত্রীর মধ্যে রহস্য অন্তর্ধান হলে পরস্ত্রীর অধরা চরণে হৃদয় তুলে দেবার জন্যে স্বামীদের প্রাণ আঁই ঢাঁই করবে আর মুগ্ধতাবর্জিত স্বামীদের নিয়ে অনুভূতিপ্রবণ-সৌন্দর্যপিপাসু-বিদূষী-স্বনির্ভর স্ত্রীরা সেবায়-প্রেমে বুঁদ হয়ে থাকবেন বা পরিবারের স্থায়ীত্বের দায়িত্ব কেবল নিজের ঘাড়ে নিয়ে মহামানবী হওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারবেন না - এটা কি একটু বেশি চাওয়া হয়ে গেল না? তাই স্বামী স্ত্রী উভয়েই উভয়কে সুযোগ্যতার রহস্যে 'হারাই হারাই ভয় প্রিয়তমে তাই, বক্ষে জড়ায়ে কাঁদা'র কৌশল অর্জন করতে হবে। তা না হলে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক হয়তো কেবল স্থায়ী-ই হবে, কিন্তু লালনের ভাষায় দুজন একখানে থেকেও থাকবে 'লক্ষ যোজন দূরে'।